ভোরের কাগজ

তারিখ ... পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কি তাহলে পরবর্তী সরকার গঠন পর্যন্তই বন্ধ থাকবে?

সাখাওয়াৎ আনসারী

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা অস্বাভাবিক হয়ে পড়তে থাকে। এ বক্তব্য উপস্থাপনের অর্থ অবশ্যই এই নয় যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারই এর জন্য দায়ী। কয়েকটি দাবির ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য গত ২৪ জুলাই প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ধর্মঘটের কারণে সেদিনের সব পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যায়। সে-ই সূচনা। এরপর গত ২৯ জুলাই থেকে ছাত্রদল বিভিন্ন দাবিতে যে সর্বাত্মক লাগাতার ধর্মঘট আহ্বান করে তাতে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে।

এদিকে অবৈধ অস্ত্র তল্লাশির নামে উপাচার্য এবং সকল হল প্রভোস্টের বাসভবন তল্লাশির দাবিটি শুধু অযৌক্তিকই নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের যেকোনো শিক্ষকের জন্যই তা প্রচণ্ড অপমানজনক। ছাত্রদল উপাচার্যের পদত্যাগের যে দাবিটি করে সেটিকেও এক অর্থে অর্থহীনই বলা যায়। প্রশ্ন হলো, একজন নির্বাচিত উপাচার্য পদত্যাগ করবেন কেন? তাছাড়া তার পদত্যাগেই কি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে? তারপরও যদি ধরে নেই যে উপাচার্য পদত্যাগ করলেন, তাতেই কি? বিশ্ববিদ্যালয়কে তো নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতেই যেতে হবে। প্রো-উপাচার্য ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উপাচার্য নির্বাচন হবে। বর্তমান উপাচার্য দুই দুইবার যেমনভাবে ব্যাপক ভোটে নির্বাচিত হয়ে এসেছেন, তিনি যে আবারো সমান জনপ্রিয়তায় নির্বাচিত হয়ে আসবেন তা কি বলা সম্ভব? বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিভাগ, ইনস্টিটিউট, কেন্দ্র প্রতিষ্ঠাসহ শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি অবকাঠামোগত যে ব্যাপক উন্নতি বর্তমান উপাচার্যের আমলে হয়েছে, এটা তার শত্রুরাও অস্বীকার করতে পারবেন না।

২৯ জুলাই থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হওয়ার পর থেকেই বেশ কয়েক দফা প্রভোস্ট স্ট্যান্ডিং কমিটি এবং সিন্ডিকেটের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিনেটের সব শিক্ষক প্রতিনিধি, সিন্ডিকেট সদস্য, সকল অনুষদের ডিন, সকল হলের প্রভোস্ট এবং আবাসিক শিক্ষক, প্রক্টর, সহকারী প্রক্টরবৃন্দ, সকল বিভাগের চেয়ারম্যান, সকল ইনস্টিটিউটের পরিচালক, গবেষণা ব্যুরো এবং কেন্দ্রসমূহের পরিচালকদের সঙ্গে উপাচার্য একাধিকবার আন্তরিক মতবিনিময় করে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুস্থ পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হয়েছেন। সিন্ডিকেট কর্তৃক আট সদস্যের কমিটি গঠনের মাধ্যমে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের সঙ্গে সমস্যা নিরসনে ইতিবাচক বৈঠক হয়েছে। মাননীয় চ্যান্সেলর, প্রধান উপদেষ্টা, শিক্ষা উপদেষ্টা প্রমুখের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখতে উপাচার্য সহযোগিতা কামনা করে মতবিনিময় করেছেন। এর সব কিছুই নিঃসন্দেহে কর্তৃপক্ষের আন্তরিক দায়িত্ববোধের পরিচয় বহন করে। দুই দুইবার হলগুলো খালি করে শুধু বৈধ আবাসিক ছাত্রদের হলে তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এতো কিছুর পর যেটা ঘটে তাকে আমরা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক বলবো। ছাত্রদল প্রথমে পরীক্ষা এবং কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারকে ধর্মঘটের আওতামুক্ত ঘোষণা করে। শুধু তা-ই নয়, কর্তৃপক্ষের কতিপয় আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা ধর্মঘট স্থগিত ঘোষণা করে। তবে তারা শর্ত আরোপ করে যে হলগুলোতে সকল বৈধ ছাত্রকে তুলে দিয়ে হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করতে হবে। সাধারণ ছাত্রসমাজ, শিক্ষক সমাজ, অভিভাবকসহ সকল স্তরের মানুষ স্বস্তি ফিরে পায়। বিশ্ববিদ্যালয় আবার ছাত্র-শিক্ষকের পদচারণায় প্রাণচঞ্চল হয়ে ওঠে।

এরই মধ্যে ঘটে যায় আবার দুর্ঘটনা। মাত্র চারদিন বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকার পর পঞ্চম দিনেই অর্থাৎ ১৭ আগস্ট জিয়া হলের একজন ছাত্রলীগ নেতা নিহত হওয়ার ফলে ছাত্রলীগ এ মৃত্যুর জন্য ছাত্রদলকে দায়ী করে চারটি হল থেকে ছাত্রদলের কর্মীদের মারধর করে বের করে দেয়। ছাত্রদল এ মৃত্যুর জন্য ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলকে দায়ী করে আবার লাগাতার ধর্মঘটের ডাক দেয়। আবার বিশ্ববিদ্যালয় কার্যত অচল হয়ে পড়ে। সিন্ডিকেট ২৭ আগস্ট পর্যন্ত সকল পরীক্ষা এবং ক্লাস স্থগিত ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। ২৪ জুলাই ধর্মঘটের কারণে ৩২টি, ২৯ জুলাই থেকে ১২ আগস্টের প্রথম দফা লাগাতার ধর্মঘটের কারণে ১৯১টি এবং ১৮ আগস্ট থেকে দ্বিতীয় দফায় ৩০ আগস্ট পর্যন্ত ধর্মঘট অব্যাহত থাকলে ১২১টি পরীক্ষা স্থগিত হয়ে যাবে। ধর্মঘটের কারণে ১৫ হাজার শিক্ষার্থী মোট ৩৪৪টি পরীক্ষা স্থগিতের কবলগ্রস্ত হয়ে পড়লো। স্বাভাবিক হিসাব অনুযায়ী এতে বিশ্ববিদ্যালয় পাঁচ মাসের সেশনজটের কবলে পড়তে যাচ্ছে। ছাত্র-শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীর দীর্ঘ পরিশ্রম এবং আন্তরিকতায় বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে সম্পূর্ণ সেশনজটমুক্ত হয়ে উঠছিল, সেখানে ওই ধর্মঘট ছাত্রসমাজের যে কতো বড়ো ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ালো তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ মানে শুধু ২৫৬ একর জায়গা জুড়ে অবস্থিত ভবনগুলোর সদর দরজায় তালাবদ্ধতা নয়। এ বন্ধের অর্থ হলো পরীক্ষা বন্ধ, ক্লাস বন্ধ, গবেষণা কেন্দ্র এবং ব্যুরো বন্ধ, বিভাগ বন্ধ, ইনস্টিটিউট বন্ধ। উপাদানকল্প কলেজ এবং অধিভুক্ত [illegible] সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণী বিভিন্নমুখী প্রশাসনিক ও শিক্ষা কার্যক্রমের নানাবিধ স্থবিরতাও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সর্বোচ্চ, সর্ববৃহৎ এবং এক অর্থে কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কারণে অন্যান্য পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এর অধিভুক্ত কলেজগুলোতেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধর্মঘটের নেতিবাচক প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাব অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

আমাদের অতীত অভিজ্ঞতায় দেখেছি, যে রাজনৈতিক দল যখন ক্ষমতায় থাকে তার প্রভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকেও স্বেচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় ওই দলের দ্বারা কিছুটা হলেও প্রভাবান্বিত হয়ে যেতেই হয়। তার ফলে ওই দলের ছাত্র সংগঠনটিও অনুকূল পরিস্থিতির সুযোগে হলগুলোতে শক্তিশালী অবস্থান গড়ে নিতে সক্ষম হয়। পূর্ণ নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট হয়েই আমরা ছাত্রদলকে প্রশ্ন করতে চাই, এই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে ধর্মঘট চালিয়ে কি লাভ? আগামী নির্বাচনে যদি বিএনপি সরকার গঠনে সক্ষম হয় তাহলে আপনারা হলগুলোতে অবস্থান সুসংহত করতেই পারবেন। আর যদি বিএনপি সরকার গঠনে ব্যর্থ হয় তাহলে তো বিগত বছরগুলোর মতোই অবস্থা হবে। বৈধ ছাত্রদের হলে উঠিয়ে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার আপনাদের দাবিটি নিঃসন্দেহে সম্পূর্ণ যৌক্তিক। কিন্তু আপনাদের দল সরকার গঠনে ব্যর্থ হলে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান বিষয়টি তখন কতোটুকু নিশ্চিত করা সম্ভব হবে তা আপনারা নিশ্চয়ই অনুধাবনে সক্ষম। ছাত্রদলসহ আপনাদের মূল দলের নেতৃবৃন্দের কাছে বিনীত অনুরোধ, ধর্মঘট প্রত্যাহার করুন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচতে দিন। আগামী নির্বাচনের পরিস্থিতিকে আপনাদের অনুকূলে নিয়ে আসার কৌশল হিসেবে সাধারণ ছাত্র সমাজের সমর্থন লাভের জন্যও ধর্মঘট প্রত্যাহার করতে পারেন। একদম না হলে অন্ততপক্ষে পরীক্ষাকে ধর্মঘটের আওতামুক্ত রাখুন।

সাখাওয়াৎ আনসারী : শিক্ষক ভাষাতত্ত্ব বিভাগ